দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 APR 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

ঢাবিতে মাদক চক্রের সন্ধান লাভ

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মাদকসেবীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গ্রেফতার নির্দেশনার পর মাদকসেবীদের মাঝে আতংক বিরাজ করছে। ইত্তেফাকে মাদকাসক্তদের সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশনের পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাদকসেবীদের ও গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে মাদকাসক্ত ৮ জনকে ক্যাম্পাস থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে, মাদকসেবীদের একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেটের সন্ধান মিলেছে। বেপরোয়া চক্রটি গাঁজা, ফেনসিডিল, মদের ব্যবসায় জড়িত। এ বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতার প্রমাণ মিলেছে। এই সিন্ডিকেটের সদস্য ছাত্রলীগের এক কেন্দ্রীয় নেতার বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান ইত্তেফাককে বলেন, যারা মাদকাসক্তের সঙ্গে জড়িত থাকবে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে। পুলিশকে মাদকসেবীদের গ্রেফতারের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি ক্যাম্পাসে মাদকসেবীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বলে তিনি স্বীকার করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মূলত মাদকসেবীদের অধিকাংশ বহিরাগত। বহিরাগতদের বড় একটি অংশ আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র। এসব বহিরাগতরা প্রতিনিয়ত ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে মাদকদ্রব্য বেচা-কেনার সঙ্গে জড়িত। পাশাপাশি জুয়াড়ীদের আড্ডাও জমে উঠেছে। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত অবধি চলছে এসব কর্মকাণ্ড। মাদকসেবীদের বড় একটি অংশ ক্যাম্পাসের ছিনতাই চক্রের সঙ্গেও সম্পৃক্ত রয়েছে। মূলত ক্যাম্পাসকে নিরাপদ জোন ভেবে মাদক ব্যবসা ও জুয়া খেলার একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, এই চক্রের নেতৃত্বে রয়েছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক তৌফিকুজ্জামান মামুন ওরফে কালা মামুন। তার নেতৃত্বে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন (১৫শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ

ঢাবিতে মাদক চক্রের

(১৬ পৃঃ পর)

পয়েন্টে গাঁজা, ফেনসিডিল, মদের বেচা-কেনা চলছে। ক্যাম্পাস ছাড়াও মামুনের নেতৃত্বে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মাদক ও জুয়ার আসর বসে। মামুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদ ও সূর্যসেন হলের মাদকসেবীদের একটি চক্র গড়ে তুলেছে। ঢাবিতে মাদকসেবীরা বেপরোয়া শিরোনামে সংবাদ পরিবেশনের পর মাদকসেবীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়। এরপর গত মঙ্গলবার দুপুরে ইত্তেফাকের সাবেক প্রদায়ক প্রতিবেদক হাবিবুর রহমান জুয়েলকে সামনে পেয়ে বেদম প্রহার করে মামুন। পরে জুয়েল শাহবাগ থানায় মামুনের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) দায়ের করে। এ বিষয়ে তৌফিকউজ্জামান মামুন বলেন, আমি কোন মাদক ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত নই।

মাদকের সঙ্গে ছাত্রলীগ নেতা জড়িত থাকা প্রসঙ্গে সংগঠনের সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, মামুন বর্তমানে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। ছাত্রলীগকে সে ব্যবহার করেছে। সে একজন নেশাগ্রস্থ। কোন নেশাগ্রস্থ ব্যক্তি ছাত্রলীগের রাজনীতি করতে পারবে না। সে বিভিন্ন ধরনের অপরাধে সম্পৃক্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে তাকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে বলা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, মাদকসেবীদের ধরতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এ পর্যন্ত ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে। আরো মাদকসেবীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। প্রতিদিন মাদকসেবীদের ধরতে অভিযান চালানো হবে। এদিকে, মাদকসেবীদের বড় একটি অংশের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে।